f¢ÕQjh‰ pIL¡l

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ

৬৩, নেতাজী সুভাষ রোড, জেসপ বিল্ডিং, কলকাতা-700001

fœ¡ˆ : 1386(36)/B¢.¢X/J/¢X.¢f.Hg/1C-1/2008 **a¡¢lM : 01/03/2010**

প্রেরক : **ড: মানবেন্দ্রনাথ রায়, fd¡e p¢Qh**

f¡fL : **1z p¡i¡¢df¢a, LQ ¢hq¡l/Smf¡C...¢s/Ešl ¢ce¡Sf¤l/c¢rZ ¢ce¡Sf¤l/j¡mc¡/j¤¢nc¡h¡c/h£li¤j/h¡Ls¡/ পুরুলিয়া/পশ্চিম মেদিনীপুর/পূর্ব মেদিনীপুর/q¡Js¡/c¢rZ 24-flNZ¡/ Ešl 24-flNZ¡/ec£u¡/ýNm£/hdj¡e/ Hhw ¢n¢m...¢s jqLj¡ f¢loc জেলা পরিষদ**

২। জেলা শাসক, LQ ¢hq¡l/Smf¡C...¢s/Ešl ¢ce¡Sf¤l/c¢rZ ¢ce¡Sf¤l/j¡mc¡/j¤¢nc¡h¡c/h£li¤j/h¡Ls¡/ পুরুলিয়া/পশ্চিম মেদিনীপুর/পূর্ব মেদিনীপুর/দক্ষিণ ২৪-flNZ¡/ q¡Js¡/c¢rZ 24-flNZ¡/ Ešl 24-flNZ¡/ec£u¡/ýNm£/hdj¡e

¢hou : গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পরিষেবার প্রদান ব্যবস্থার মান উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা

jq¡nu¡ / jq¡nu,

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন অনুসারে পঞ্চায়েতের প্রতিটি স্তর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং বার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট রচনার জন্য দায়বদ্ধ । আবার স্থানীয় সরকার হিসাবে মানুষের কাছে পরিষেবাগুলি যথাযথ সময়ে সুষ্ঠুভাবে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বও সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের । এই কারণেই পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থার j¡e উন্নয়নের প্রতি বিশেষভাবে নজর দেওয়া ও তার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি ।

2z এলাকার সামগ্রিক উন্নয়ন, বিশেষ করে পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থার j¡e উন্নয়নের জন্য প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এক¢V দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা রচনা করবে । এই উদ্দেশ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে প্রদেয় পরিষেবার প্রধান প্রধান ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে প্রতিটি ক্ষেত্রের উন্নয়নের লক্ষ্য এবং আশু করণীয় কাজগুলি সম্বন্ধেও ধারণা দেওয়া হয়েছে [**সংযোজনী-1**] । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা আবশ্যক যে এই তালিকাটি চূড়ান্ত নয়, স্থানীয় প্রয়োজন ও চাহিদা অনুসারে পরিষেবার আরও ক্ষেত্র এবং আরও কাজ যোগ করা যেতে পারে । এই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় ক্ষেত্রভিত্তিক প্রতিটি কাজের নাম, প্রত্যাশিত সুফল এবং সুনির্দিষ্টভাবে কাজের স্থান উল্লেখ করতে হবে । এর পাশাপাশি আনুমানিক খরচ ও সম্পদের উৎস অর্থাৎ কর্মসূচি / তহবিলের নাম উল্লেখ করা আবশ্যক । যেহেতু এটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা তাই সব ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ উল্লেখ করা সম্ভব নাও হতে পারে । পরবর্তী সময়ে বার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট রচনার সময় দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কাজগুলি থেকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে । আবার যে সকল কাজের চাহিদা গ্রাম সংসদ থেকে উঠে আসা সত্ত্বেও সম্পদের অভাবে রূপায়ণ করা সম্ভব হয় না, সেই সকল কাজগুলিকেও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে । এই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাটিও উপ-সমিতি ভিত্তিক পরিকল্পনা হবে এবং এটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-p¢j¢al pi¡u Hhw সাধারণ সভায় অনুমোদন করতে হবে ।

৩। উপরে উল্লিখিত নীতি অনুসারে আপনার জেলার প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত যাতে পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থার j¡e উন্নয়নের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা রচনা করে তা সুনিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আপনার পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাই । এর পাশাপাশি সমগ্র প্রক্রিয়াটির নিয়মিত তদারকি করার জন্য আপনাকে বিশেষ অনুরোধ জানাই ।

B¢fe¡l ¢hnÙ¹,

(মানবেন্দ্র নাথ রায়)

fœ¡^ : 1386(36)/1(70)/B I.dX/J/dX.df.Hg/1C-1/2008 **a¡dIM : 01/03/2010**

অবগতি ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রতিলিপি দেওয়া হল :

1. কমিশনার, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন অধিকার z
2. nËj aË / nË ...., যুগ্ম সচিব, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ, fÕQj h‰ pIL¡I z
3. AdadIš² dehjqË BdL¡dIL, ... জেলা পরিষদ (pLm) z
4. জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক, ... (pLm) z B fe¡I জেলার সব কয়টি ব্লক / পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতকে এই চিঠির প্রতিলিপি দেওয়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাই ।
5. জেলা পরিকল্পনা আধিকারিক, ... (pLm) z
6. জেলা সঞ্চালক, গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচি সঞ্চালe n¡M¡, LÒ dhq¡I/Smf¡C…ds/EšI dce¡SfI/cdrZ dce¡SfI/ মালদা/মুর্শিদাবাদ/বীরভূম/বাঁকুড়া/পুরুলিয়া/পশ্চিম মেদিনীপুর/পূর্ব মেদিনীপুর/দক্ষিণ ২৪-fINZ¡/ecÑu¡ z

(dcmËf f¡m)
রাজ্য কর্মসূচি সঞ্চালক ও পদাধিকারবলে যুগ্ম সচিব
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পরিষেবার মান উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা

স্থানীয় সরকার হিসাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব এলাকার অধিবাসীদের প্রয়োজনীয় পরিষেবা দেওয়া । এর মধ্যে রাজ্য বা কেন্দ্র সরকার থেকে প্রদেয় কিছু পরিষেবা যাতে যথা সময়ে জনগণের কাছে পৌছায় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া পঞ্চায়েতের দায়িত্ব । আবার, স্থানীয় সরকার হিসাবে এলাকায় কিছু কিছু পরিষেবা দেওয়ার দায়িত্বও গ্রাম পঞ্চায়েতকে দেওয়া হয়েছে । এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই পরিষেবাগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে ।

সার্বিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বর্তমানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের অভিষ্ট লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা, দায়িত্ব ও আশু করণীয় কাজ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল । সমন্বিত পরিকল্পনা রচনার সময় এই বিষয়গুলি মাথায় রেখে প্রাপ্তব্য সমস্ত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ¢নতে হবে z

ক) পানীয় জল সরবরাহ ও তার গুণগত মানের নিয়মিত তদারকি

mrÉ : এলাকার প্রতিটি পরিবারে নলবাহিত জল সরবরাহের ব্যবস্থা থাকবে অথবা তার ১০০ মিটারের মধ্যে পানীয় জলের উৎস ব্যবহারের অধিকার থাকবে ।

L¡S

1) বর্তমান অবস্থান সম্বন্ধে সমীক্ষা করা - যে পরিবারগুলিতে নলবাহিত বা ১০০ মিটারের মধ্যে পানীয় জলের উৎস নেই সেই পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করা ।
2) প্রতিটি গ্রাম সংসদে ছোট ছোট বসতি ভিত্তিক নলবাহিত জল সরবরাহের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেই পরিকল্পনা করা অথবা জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের থেকে জল কিনে তা সরবরাহ করা এবং এই পরিষেবার জন্য পরিবারগুলি থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা বা নিজস্ব তহবিল থেকে তার খরচ মেটানো ।
3) প্রতিটি বিদ্যালয়ে নলবাহিত জল সরবরাহ সুনিশ্চিত করা এবং প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে অন্তত টিউব ওয়েলের ব্যবস্থা করা ।
4) নিয়মিত পানীয় জল পরীক্ষা করা এবং জলের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা ।
5) জল পরীক্ষার প্রতিবেদন অনুসারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি বার্ষিক প্রতিবেদনে জলের গুণগত মান সম্বন্ধীয় তথ্য জনগণের কাছে প্রকাশ করা ।
6) Lm ¢jÙEl L¡S Ll¡l SeÉ Hm¡L¡u A¿a HL Se khL-যুবতীকে চিহ্নিত করে তার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, যাতে জল সরবরাহ এবং নলবাহিত জলের সংযোগ সংক্রান্ত কাজগুলি সে করতে পা¢l z HC কাজগুলি করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত বা পরিবারগুলি তাকে উপযুক্ত মজুরি দেবে, তবে কারুর ব্যক্তিগত কাজ হলে সেই পরিবার তার মজুরি দেবে ।
7) যে সকল এলাকায় নলবাহিত জলের ব্যবস্থা আছে সেখানে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলিকে নিয়ে জল ব্যবহারকারী কমিটি গঠন করা আবশ্যক । এক্ষেত্রে জল সরবরাহ সংক্রান্ত দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা ও ছোটখাটো রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থাকবে এই কমিটির উপর । প্রতিটি টিউব ওয়েলের কোনও অনুরূপ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে ।

M) ü¡ÙÛÉhd¡e Hhw L¢We J alm hSÑ hÉhÙ¡fe¡

mrÉ : প্রতিটি পরিবার নিরাপদ স্বাস্থ্যবিধান পরিষেবা পাবে । অর্থাৎ স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ব্যবহার করবে এবং বাড়ির কঠিন ও তরল বর্জ্য পদার্থ স্বাস্থ্যকর উপায়ে নিষ্কাশনের সুযোগ থাকবে । প্রতিটি বসতিতে সুষ্ঠু জল ¢eL¡¢nর ব্যবস্থা সুনিশ্চিত হবে ।

L¡S

1) প্রতিটি পরিবারে বায়োগ্যাস ও জৈব সার তৈরির জন্য গৃহস্থালীর বর্জ্য পদার্থের ব্যবহারের জন্য উদ্যোগ ।
2) HR¡s¡ f©en£m hSÑ fদার্থ সংগ্রহ করে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে তার পুনর্ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া । এই কাজের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অন্তত ১০-১৫ কাঠা জায়গা (যতটা সম্ভব লোকবসতি থেকে দূরে) জোগাড় করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।
3) পচনশীল নয় এমন বর্জ্য পদার্থগুলি সংগ্রহ করে একটি নির্দিষ্ট স্থানে জমা করা ।
4) জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির সহায়তায় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রতিটি গ্রামে নিকাশী ব্যবস্থা গড়ে তোলা ।
5) এলাকার সামগ্রিক পরিবেশের উন্নয়ন এবং সর্বত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা ।

গ) জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন

mrÉ : এলাকায় রোগের প্রকোপ কমানো, মাতৃত্ব-জনিত মৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার কমানো । চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রাথমিক পরিষেবা এলাকার সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং এই সংক্রান্ত পরিকাঠামো উন্নয়ন ।

L¡S

1) জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের সঙ্গে যৌথভাবে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো ।
2) f¢a¢V ü¡ÙÛ Ef-কেন্দ্রের নিজস্ব বাড়ি তৈরি ও তার রক্ষণাবেক্ষণ এবং গ্রাম পঞ্চায়েত পরিচালিত ডিস্‌পেনসারি ও স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্রের অন্যান্য পরিকাঠামো উন্নয়ন ।
3) যে সকল এলাকায় চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিষেবার যথেষ্ট সুযোগ নেই সেখানে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো সহ ¢L¢eL Q¡m LI¡ z
4) ধাত্রী সেবিকা বা মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী ও ডাক্তারেI pq¡ua¡u ü¡ÙÛ Ef-কেন্দ্রে প্রসবের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা । প্রয়োজন হলে গ্রাম পঞ্চায়েত চুক্তির ভিত্তিতে ডাক্তার নিয়োগ করতে পারে ।
5) নিরাপদ মাতৃত্ব সুনিশ্চিত করার জন্য যেখানে সম্ভব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে প্রসূতি সদন তৈরির জন্য উদ্যোগ নিতে পারে ।
6) kr¾j¡, jÉ¡লেরিয়া, কালাজ্বর ইত্যাদি ছোঁয়াছে রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং রোগ যাতে ছড়াতে না পারে তার জন্য উদ্যোগ নেওয়া ।
7) জলবাহিত রোগের প্রকোপ কমানো ও বন্ধ করার জন্য জল পরীক্ষার পাশাপাশি টিউব ওয়েলের চাতাল বাঁধানো ও টিউব ওয়েলগুলি গভীরভাবে সঠিক জল স্তরে খনন করা (প্রথম জল স্তরে নয়) - HC ¢hou…¢m p¢e¢ÕQa LI¡ J a¡I ¢eu¢ja ac¡I¢L LI¡ z
8) ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার উপর জোর দেওয়া এবং বিশেষ করে স্কুলের সকল ছাত্রছাত্রী ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিশুদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর ব্যবস্থা নেওয়া ।
9) পরিবেশ দূষণ রোধ করার জন্য প্রতিটি পরিবারে ধূমহীন চুলা ব্যবহারের জন্য সচেতন করা ও তা সুনিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া ।
10) এলাকার খাবার দোকানগুলি যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখে তার উদ্যোগ নেওয়া ।
11) জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত সকল পরিষেবার মধ্যে সমন্বয় ঘটানো এবং এই ক্ষেত্রের সামগ্রিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রতি মাসের চতুর্থ শনিবারের সভাটি আরো কার্যকর করে তোলা ।

ঘ) পুষ্টি সংক্রান্ত পরিষেবা

mrÉ : শিশু, কিশোরী এবং প্রসূতি মায়েদের মধ্যে অপুষ্টির হার কমানো ।

L¡S

1) প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের নিজস্ব বাড়ি তৈরি ।

2) অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মাধ্যমে সদ্যজাত থেকে ছয় বছর বয়সী সকল শিশুর প্রতি মাসে ওজন নেওয়া ও a¡l h¢Ül q¡l ¢eu¢ja ac¡l¢L LI¡ z
3) অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ও স্বনির্ভর দলের সংঘের মাধ্যমে কিশোরী ও প্রসূতি মায়েদের প্রতি নজর রাখা ।
4) দরিদ্র পরিবারের অপুষ্ট শিশুদের জন্য পরিপূরক পুষ্টির ব্যবস্থা করা এবং সমগ্র এলাকায় অপুষ্টি দূর করা ও f¢øl kb¡kb j¡e hS¡u I¡M¡l Seÿ fÜ¡l LI¡ z
5) A‰eJu¡¢s কেন্দ্র ও মিড-ডে মিলের খাবারের পুষ্টিগুণ বাড়ানোর জন্য স্বনির্ভর দলের উদ্যোগে সব্জি বাগান তৈরির জন্য উদ্যোগ নেওয়া ।
6) পরিবারের সকল সদস্যের খাবারে পুষ্টিগুণ বাড়ানোর জন্য প্রতিটি পরিবারে সব্জি বাগান ও ফলের গাছ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা । সম্ভব হলে প্রতিটি স্কুলে সব্জি বাগান তৈরির জন্য উদ্যোগ নেওয়া ।

ঙ) শিক্ষা সংক্রান্ত পরিষেবা

mrÉ : সকলের জন্য প্রারম্ভিক শিক্ষা এবং প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম পরিকাঠামো সুনিশ্চিত করা **z**

L¡S

1) পঞ্চায়েতকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ও পানীয় জলের hÉhÙ¡ pq AeÉ¡eÉ f¢IL¡ঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুদের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ নেওয়া ।
2) ¢jX-ডে মিলের জন্য নলবাহিত জলের ব্যবস্থা সহ যথাযথ পরিকাঠামো গড়ে তোলা ।
3) প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাগান ও খেলার মাঠের ব্যবস্থা করা এবং বিভিন্ন খেলাধুলা সহ অন্যান্য বিষu়l (যেমন - e¡Q, N¡e, Bh¨š¢ CaÉ¡¢c) QQ¡l hÉhÙ¡ LI¡ z
4) প্রতিটি গ্রামে খেলাধুলার চর্চা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ও সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা ।
5) শিক্ষার গুণগত মান বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া ।

Q) S¡a£u N¡j£Z LjpwÙ¡e NÉ¡I¡¢¾V Ljpূচির আওতায় মজুরি ভিত্তিক কাজ দেওয়া

mrÉ : চাহিদা অনুসারে কাজ দেওয়া এবং এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য স্থায়ী সম্পদ তৈরি করা ।

L¡S

1) জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির নিয়মনীতি অনুসারে যথাযথভাবে কাজ করা ।
2) স্থানীয় মানুষের চাহিদা অনুসারে কর্মসংস্থানের সুk¡N তৈরির জন্য যথাযথভাবে শ্রম বাজেট তৈরি, কাজের ক্ষেত্র নির্বাচন ও অনুমিত বরাদ্দ তৈরি সহ সকল কাজের সক্ষমতা তৈরি ।
3) জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচি এবং অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে মেলবন্ধনের মাধ্যমে স্থায়ী ও °VLpC pÇfc °a¢l z

ছ) স্বনির্ভর দলের ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

mrÉ : e¡l£l rja¡ue J c¡¢lâ cl£LlZ z

L¡S

1) অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য স্বনির্ভর দলের সংঘের (এলাকা ভিত্তিক বা কাজ ভিত্তিক) প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো উন্নয়ন করা, যাতে তাদের রোজগার বাড়ে এবং এক্ষেত্রে উৎপাদনের কাজে তাদের যথাসম্ভব pq¡ua¡ LI¡ z

2) স্বনির্ভর দলের সকল সদস্য, উপ-সংঘ ও সংঘের সক্ষমতা বাড়ানো । সকল সদস্যের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আইনী অধিকার, লিঙ্গ বৈষম্য রোধ করা ইত্যাদি কাজে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া । নিরক্ষর সদস্যদের সাক্ষরতার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া ।
3) বিভিন্ন জিনিস উৎপাদন ও পরিষেবা দেওয়ার জন্য স্বনির্ভর দল ও তার সংঘগুলিকে ব্যবহার করা ।
4) স্বনির্ভর দলের সদস্যদের উৎপাদনশীল সম্পদ (প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন - পুকুর, জমি, ফলের গাছ, মাছের j£e, ph¢SI Q¡l¡, q¡p-মুরগীর ছানা ইত্যাদি) বিতরণ করা বা তা ব্যবহারের মালিকানা পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করা ও এর জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে দেওয়া ।
5) স্বনির্ভর দলের মাধ্যমে উৎপাদিত দ্রব্যগুলিকে বাজারজাত করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া ।

S) hp¢a Eæue

mrÉ : £তিটি পরিবারের নিজস্ব বাসগৃহ আছে ।

L¡S

1) যে সকল পরিবারের নিজস্ব বাস্তুজমি নেই তাদের চিহ্নিত করা এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে জমি অধিগ্রহণ করে বা কিনে তার বসতি উন্নয়ন ।
2) সরকারি সহায়তা পাওয়ার যোগ্য কিন্তু বাস্তুজমি নেই এমন ক্ষেতমজুর পরিবারগুলিকে জমি দেওয়া, যাতে তারা নিজেদের বাড়ি তৈরি করত পারে ।
3) অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সাধারণ পরিষেবা, যেমন - রাস্তা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, নিকাশি ব্যবস্থা সহ সকল পরিষেবাগুলি যাতে সব কয়টি বসতিতে পৌছায় তা সুনিশ্চিত করা ।

ঋ) সড়ক যোজাযোগ ব্যবস্থা ও পরিবহন সংক্রান্ত পরিকাঠামো

mrÉ : প্রতিটি পাড়ার সাথে সারা বছরের চলাচলের উপযোগী রাস্তা এবং যাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর সুবিধা ।

L¡S

1) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একটি সম্পূর্ণ মানচিত্র তৈরি করা যেখানে প্রতিটি পাড়া ও তার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা চিহ্নিত করা আছে ।
2) যোগাযোগ ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থান জানার জন্য প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে রোড রেজিস্টার তৈরি ও তা ¢eu¢ja q¡me¡N¡c Ll¡ z
3) জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচি সহ বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে আগামী বছরে যে সকল রাস্তা করা হবে সেগুলিকে চিহ্নিত করা ।
4) যাত্রী প্রতীক্ষালয়, সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য সাধারণ শৌচালয়, জেটি ইত্যাদি তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ ।

ঞ) বিপণন পরিকাঠামো

mrÉ : স্থানীয় ভাবে উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করা এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও পরিষেবা ক্রয়ের জন্য বাজারের সুযোগ সুনিশ্চিত করা ।

L¡S

1) ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের মালিকানাধীন হাট/বাজারগুলিকে চিহ্নিত করে সেগুলির উন্নয়ন করা z
2) প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অন্তত একটি উন্নত বিপণন কেন্দ্র বা বাজার তৈরি ও তার রক্ষণাবেক্ষণ । প্রয়োজন হলে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হাটগুলি দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির ভিত্তিতে লিজ নিয়ে বা সরাসরি কিনে তা Eæa Ll¡ z

ট) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো উন্নয়ন ও সেই সংক্রান্ত পরিষেবা

mrÉ : এলাকায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো উন্নয়ন ।

L¡S

1) এলাকায় সকলের জন্য খেলার মাঠ, উদ্যান, লাইব্রেরী, কমিউনিটি সেন্টার, পর্যটন সংক্রান্ত পরিকাঠামো ইত্যাদি তৈরি ও সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ।

ঠ) সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত পরিষেবা

mrÉ : পরিষেবা প্রাপকদের চিহ্নিত করা এবং তাদের প্রত্যাশা অনুসারে পরিষেবার মান উন্নয়ন ।

L¡S

1) অধিকার ভিত্তিক পরিষেবা ও অন্যান্য পরিষেবাগুলির জন্য সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা ।
2) পেনশন, পরিবার সহায়তা, প্রফলাল ও অন্যান্য বীমা প্রকল্পের পরিষেবাগুলির মান উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ নেওয়া ।
3) সহায় প্রকল্পের সুষ্ঠু রূপায়ণ করা ।
4) বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রতিবন্ধী শংসাপত্র পাওয়ার জন্য pq¡ua¡ LI¡ z
5) বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) ব্যক্তিরা যাতে বিভিন্ন সুযোগ বা পরিষেবাগুলি পেতে পারেন তার জন্য উপযোগী যন্ত্রপাতি / সরঞ্জাম দিয়ে সহায়তা করা ।
6) যোগ্য ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তফসিলী জাতি, আদিবাসী ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের শংসাপত্র f¡Ju¡I SeÉ pq¡ua¡ LI¡ z

ড) বিধিবদ্ধ পরিষেবা সহ আরও কয়েকটি পরিষেবার মান উন্নয়ন

mrÉ : বিধিবদ্ধ পরিষেবা সহ আরও কয়েকটি পরিষেবার গুণগত মান বাড়ানো

L¡S

3) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধীকরণ শংসাপত্র, ব্যবসা সংক্রান্ত লাইসেন্স ইত্যাদি পরিষেবা দেওয়ার মান বাড়ানো ।
4) অধিবাসী শংসাপত্র সহ অন্যান্য শংসাপত্র দেওয়ার ক্ষেত্রেও কাজের গুণগত মান আরও বাড়ানো ।
5) গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে রূপায়িত বিভিন্ন কাজের প্রতিবেদন তৈরি, বিষয় ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ও হালনাগাদ এবং বিভিন্ন রেজিস্টারের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা ।
6) গ্রামবাসীদের সচেতনতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও পরিষেবা এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ সম্বন্ধে জনগণকে জানানো ।
7) জনগণের কাছে আরও ভালভাবে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া, প্রয়োজন অনুসারে তথ্যমিত্র কেন্দ্রগুলির উন্নয়নে সহায়তা করা ।

ঢ) সেচ ও জল ব্যবস্থাপনা

mrÉ : সেচ সহ অন্যান্য কাজে জলের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য উদ্যোগ নেওয়া ।

L¡S

1) এলাকার জলসম্পদের উৎসগুলি চিহ্নিত করা এবং বৃষ্টির জল ও অন্যান্য উৎসের থেকে পাওয়া জলের Bej¡¢eL f¢lj¡Z ¢ÙI LI¡ z
2) বৃষ্টির জল সংরক্ষণের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া এবং প্রয়োজন অনুসারে বিশেষ করে গ্রাম পঞ্চায়েতের BJa¡dÑe Sm¡d¡I…লির জল ধরে রাখার ক্ষমতা বাড়ানো ও তার নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ z
3) এলাকার প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গ্রাম পঞ্চায়েত সহ এলাকার সকল অফিসের ছাদে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের hÉhÙ¡ LI¡ z

4) জলের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের সচেতনতা বাড়ানোর জন্য জল কমিটিগুলিকে আরও সক্রিয় করে তোলা সহ অন্যান্য উদ্যোগ নেওয়া ।
5) জলবিভাজিকা ভিত্তিক উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ নেওয়া ।
6) ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ নেওয়া ।

গ) কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের উন্নয়ন

mrÉ : কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের সামগ্রিক উন্নয়ন ও তার স্থিতিশীলতার জন্য উদ্যোগ নেওয়া, যাতে এর মাধ্যমে Hm¡L¡u S¢hL¡l pুযোগ সম্প্রসারিত হয় । এলাকার ফসল চাষের নিবিড়তা এবং তার উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য উদ্যোগ নেওয়া ।

L¡S

1) কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো উন্নয়ন, বিশেষ করে সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ।
2) সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থা, ঝরণা সেচ, জৈব সারের ব্যবহার সহ উন্নত কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহারের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া ।
3) গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে কৃষি ক্লিনিক, মাটি পরীক্ষাগার, পশু চিকিৎসালয় ইত্যাদি চালু করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া । প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধানত স্বনির্ভর দলের মাধ্যমে সামাজিক বনসৃজনের অঙ্গ হিসাবে নার্সারি তৈরি এবং বিভিন্ন ফল গাছেরও নার্সারি তৈরির জন্য উদ্যোগ ¢eJu¡ z
4) স্থানীয়ভাবে পশু ও মাছের প্রজনন করার জন্য স্বনির্ভর দলের সদস্যদের সক্ষমতা তৈরি ।
5) এলাকার প্রতিটি জমির সুষ্ঠু ব্যবহার, বিশেষ করে পতিত জমিকে উৎপাদনের কাজে লাগানোর জন্য উদ্যোগ NqZ Ll¡ z
6) এলাকার প্রতিটি জলাধারে মাছ চাষ করার জন্য উৎসাহিত করা ।
7) Eæa fS¡¢al npÉ, f¡Zf¡লন ও মাছ চাষের জন্য চাষীদের উৎসাহিত করা ।
8) বিভিন্ন প্রকল্প / কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ নেওয়া ।

a) râ J L¢Vl ¢nÒf Hhw hÉhp¡l Eæue

mrÉ : অকৃষিজাত ক্ষেত্রে জীবিকার সুযোগ বাড়ানো ।

L¡S

1) râ J L¢Vl ¢nÒf Hhং স্থানীয় ব্যবসার উপযুক্ত পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ নেওয়া ।
2) ব্যবসা কেন্দ্র (বিজনেস হাব) খোলার জন্য বেসরকারি ফার্মের সঙ্গে যৌথভাবে উদ্যোগ নেওয়া, যাতে এই ক্ষেত্রে স্থানীয় গ্রামবাসীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব হয় এবং স্থানীয় ভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয় ।

থ) দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য উদ্যোগ

mrÉ : প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার মাধ্যমে স্থানীয় গ্রামবাসীদের ক্ষতির পরিমাণ কমানো ।

L¡S

1) বিভিন্ন দুর্যোগ, বিশেষ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ সম্বন্ধে ধারণা বাড়ানো ।
2) দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য বিশেষ পরিকল্পনা করা z
3) প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে মানুষ ও অন্যান্য সম্পদের ক্ষতির পরিমাণ কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি ও তার রক্ষণাবেক্ষণ করা ।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক যে উপরে উল্লিখিত পরিষেবা ছাড়াও স্থানীয় প্রয়োজন ও চাহিদা অনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েত অন্যান্য পরিষেবাও দিতে পারে । আবার, এখানে যে সকল পরিষেবা বা ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করা হল তার মধ্যে বেশ কিছু ক্ষেত্রেই গ্রাম পঞ্চায়েতকে কোনও সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়নি বা সেগুলি বিভাগীয় দপ্তরের মাধ্যমে রূপায়িত হয় এবং সেক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা নগণ্য । এই পরিস্থিতিতে, গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থান অনুসারে, কোন ক্ষেত্রে কী ধরনের পরিষেবা দেওয়া যাবে বা কীভাবে তার উন্নয়ন করা সম্ভব হবে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার । তবে স্থানীয় সরকার হিসাবে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য উপরে উল্লিখিত কাজগুলি নিজেরাই করতে পারে । এর জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল বা অন্যান্য নিঃশর্ত তহবিল থেকে অনুমোদিত পরিকল্পনা ও বাজেট অনুসারে কাজ করা যেতে পারে । এর পাশাপাশি সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরগুলির সঙ্গে সমন্বয় সাধনের জন্যও উদ্যোগ নিতে হবে । এক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুসারে ব্লক স্তরের সহযোগিতাও নেওয়া আবশ্যক ।

BN¡j£ 2010-১১ সালের পরিকল্পনা রচনার সময় সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে গ্রাম পঞ্চায়েত বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার অবস্থান বিশ্লেষণের সময় সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্য ও তার জন্য করণীয় কাজগুলি চিহ্নিত করবে । সেই সময়েই পরিষেবা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য কী করা যেতে পারে তা চিহ্নিত করা আবশ্যক । কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই খেয়াল রাখতে হবে এই ধরনের উন্নয়নমূলক কাজের ফলে এলাকার পরিবেশগত বা সামাজিক ব্যবস্থার ভারসাম্য যাতে কোনও ভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয় । বরং পরিবেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ কাজগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া আবশ্যক । এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় খেয়াল রাখা দরকার যে এলাকার উন্নয়নের জন্য এই পরিকল্পনায় যে কাজগুলি রাখা হবে সেই সকল L¡S...¢m 2010-১১ সালের মধ্যেই করা সম্ভব হবে । কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রের পরিষেবা উন্নয়নের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা রচনা করবে । পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন প্রকল্প বা তহবিলের আওতায় প্রাপ্তব্য অর্থের পরিমাণ এবং স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে এই কাজগুলিকে বাস্তবে রূপায়ণ করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নিতে হবে, যাতে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এই কাজগুলি করা সম্ভব হয় ।